একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কার্যালয়

রাজশাহী

আদেশ নংঃ ১০/২৫

তারিখঃ ০৬ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২০ জানুয়ারী, ২০২৫ খ্রি.

নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালতে ফৌজদারী মিস ২০৮৬/২০২৪ নং মামলার আসামী-দরখাস্তকারী মোঃ হায়দার আলীর জামিন আবেদনের বিষয়টি বিগত ০৮/১২/২০২৪ ইং তারিখ শুনানীর অপেক্ষায় থাকাবস্থায় আসামী-দরখাস্তকারী পিয়ারুল ইসলাম বিগত ০২/১২/২০২৪ ইং তারিখে মূল জি. আর ৪৮০/২০২৪ (গোদাগাড়ী) নং মামলার নথি বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে প্রেরণের প্রার্থনা করিলে বিগত ০২/১২/২০২৪ ইং তারিখের দরখাস্তকে বিগত ০১/১২/২০২৪ ইং তারিখে উপস্থাপন দেখাইয়া আদেশে নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর জাল করিয়া মূল মামলার নথি বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হয় যাহাতে উক্ত দরখাস্তকারী মোঃ হায়দার আলী এই আদালতে তাহার জামিনের আবেদন শুনানীর পূর্বেই বিজ্ঞ আমলী আদালত হইতে জামিন প্রাপ্ত হইয়া যান। কিন্তু যেহেতু বিগত ০২/১২/২০২৪ ইং তারিখ নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালত বন্ধ ছিল সেহেতু উক্ত তারিখের কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করার কোন আইনগত এক্তিয়ার নিম্নস্বাক্ষরকারীর ছিল না। ফলে বিগত ০১/১২/২০২৪ ইং তারিখের উক্ত আদেশে নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর যে জাল তাহা দিবালোকের মতোই সত্য। বিগত ০৮/১২/২০২৪ ইং তারিখে উপরোক্ত মোঃ হায়দার আলীর জামিনের নথি পর্যবেক্ষণকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর গোচরে উক্ত জাল স্বাক্ষরের বিষয়টি আসার সাথে সাথে তিনি বিষয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালতের স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব সুবিনয় সীমান্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তিনি উক্ত স্বাক্ষর জাল করিয়াছেন বলিয়া এই আদালতের জারীকারক মোঃ সাদিকুল ইসলামের সম্মুখে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতে বর্ণিতরূপ অপরাধ করিবেন না বলিয়া জানান।

বিগত ০৫/০১/২০২৫ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় এই আদালতের স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউর অপারেটর জনাব সুবিনয় সীমান্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর চেম্বারে এই জজশীপের চতুর্থ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ শফিউল আলমের উপস্থিতিতে উক্ত জালিয়াতির কথা পূণরায় স্বীকার করেন। একইভাবে, তিনি সর্বশেষ বিগত ০৭/১/২০২৫ ইং তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় আবারো নিম্নস্বাক্ষরকারীর চেম্বারে এই আদালতের বেঞ্চ সহকারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও জারীকারক মোঃ সাদিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জালিয়াতির কথা স্বীকার করিয়া পূণরায় শেষ বারের মতো ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

উক্ত জালিয়াতির প্রেক্ষিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী উপরোক্ত মামলার নথিটি রক্ষণাবেক্ষণ, টাইপ ও নিম্ন আদালতে প্রেরণের সহিত জড়িত এই আদালতের বেঞ্চ সহকারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব সুবিনয় সীমান্ত ও দায়রা সহকারী জনাব মোঃ শাহ্ আলমকে বিগত ০৮/১২/২০২৪ ইং তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিলে দেওয়ানী আদালতের অবকাশকালনি ছুটি শেষে তাহারা আইন নির্ধারিত সময়সীমা মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন।

নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর লিখিত জবাব ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করেন।

এই আদালতের স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব সুবিনয় সীমান্ত তাহার জবাবে উল্লেখ করেন যে, বিগত ০১/১২/২০২৪ ইং তারিখে কোর্টের সর্বশেষ কার্য দিবসে অনেক নথি আদেশের জন্য আসে যাহার সহিত বিগত ০২/১২/২০২৪ ইং তারিখে ফৌজদারী মিস ২০৮৬/২৪ নং কেসে এল. সি. আর বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে প্রেরণের জন্য নথিটি ও উল্লিখিত ০১/১২/২০২৪ ইং তারিখের নথির সহিত আসে। কিন্তু বিগত ০২/১২/২০২৪ ইং তারিখের কোন নথি বিগত ০১/১২/২০২৪ ইং তারিখের নথির সহিত আসার দাবী সম্পূর্ণভাবে একটি মিথ্যা দাবী। নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিগত ০১/১২/২০২৪ ইং তারিখে ০২/১২/২০২৪ ইং তারিখের দরখাস্ত গ্রহণ বা উক্ত বিষয়ে আদেশ প্রদানের প্রশ্নই উঠে না। কারণ বিগত ০২/১২/২০২৪ ইং তারিখ নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালত দেওয়ানী আদালতের অবকাশকালীন ছুটির কারণে বন্ধ ছিল। তাহা ছাড়া কোন নথি আদেশ প্রদানের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আসার কথা এবং তাহা স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটরের নিকট যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহা ছাড়া যেহেতু বিগত ০২/১২/২০২৪ ইং তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালত বন্ধ ছিল সেইহেতু ঐ দিন নিম্নস্বাক্ষরকারীর কোন নথি বিষয়ে আদেশ প্রদান বা স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটরের তাহা টাইপ করার দাবী ও একটি মিথ্যা দাবী ছাড়া কিছুই নহে। আর যেহেতু ঐ দিন নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালত বন্ধ ছিল সেহেতু ঐ দিন ঐ নথি স্টেনোগ্রাফার কর্তৃক নিম্নস্বাক্ষরকারীর টেবিলে যাওয়ার দাবীও মিথ্যা। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব সুবিনয় সীমান্ত উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বর্ণিত নথিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর জাল করিয়া প্রতারণা অনুশীলনপূর্বক সুকৌশলে তাহা নিম্ন আদালতে প্রেরণ করেন যাহাতে দরখাস্তকারী-আসামী মোঃ হায়দার আলী বিজ্ঞ নিম্ন আদালত হইতে জামিন পাইয়া যান। তাহা ছাড়া বর্ণিত মামলার নথিতে বেঞ্চ সহকারী কর্তৃক উপস্থাপন অংশটি হাতে লিখিয়া পেশ না করা ও প্রমাণ করে যে, একমাত্র স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব সুবিনয় সীমান্তই উপরোক্ত স্বাক্ষর জালিয়াতির সহিত জড়িত। তাহা ছাড়া তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দুইবার এবং এই জজশীপের চতুর্থ অতিরিক্ত জেলা জজ জনাব শফিউল আলমের নিকট নিম্নস্বাক্ষরকারীর উপস্থিতিতে উক্ত জালিয়াতির কথা স্বীকার করিলে ও পরবর্তীতে উক্ত অপরাধের দায় হইতে বাঁচার হীন উদ্দেশ্যে মিথ্যা জবাব দাখিল করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব সুবিনয় সীমান্ত শর্ট হ্যান্ড না জানা সত্ত্বেও উক্ত তথ্য গোপন করিয়া উক্ত পদে চাকুরীর আবেদন করিয়াছিলেন ও চাকুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী বর্তমান পদে যোগদানের পরই তাহার অদক্ষতার প্রমাণ পাইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী তাহাকে একাধিকবার দক্ষতা উন্নয়নের নির্দেশনা প্রদান করিলে ও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকন্তু, তাহার আপন চাচা জনাব মোঃ আব্দুর রহিম তৎকালীন জেলা জজ হিসাবে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, জনাব মোঃ আব্দুর রহিম তাহার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র উপোরক্ত জনাব সুবিনয় সীমান্তকে নিজ আদালতে উপরোক্ত পদে পদায়ন করেন। বিগত ০৮/০১/২০২৫ ইং তারিখ সকালে অফিস চলাকালীন সময়ে তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীকে একাধিকবার মোবাইলে ফোন করিলে ও নিম্নস্বাক্ষরকারী তাহার ফোন রিসিভ করেন নাই। অধিকন্তু, উক্ত স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর বিগত ০৮/০১/২০২৫ ইং তারিখে অসুস্থ্যতার অজুহাতে দুই দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর পূর্বানুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত রহিয়াছেন যাহা প্রমাণ করে যে, তিনি বর্ণিত অপরাধের দায় হইতে বাঁচার হীন উদ্দেশ্যে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। তাহা ছাড়া ও তিনি ইতোপূর্বে ও ২০২৪ ইং সনের ডিসেম্বর মাসের ১৫, ১৭ ও ১৮ তারিখে ও কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি বিগত ২৫/০৫/২০২৩ ইং তারিখে উক্ত পদে চাকুরীতে যোগদান করেন অর্থাৎ তাহার শিক্ষানবীশ কাল এখনো সমাপ্ত হয় নাই। কাজেই উৎকোচ গ্রহণপূর্বক কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর জাল করিয়া উপরোল্লিখিত ফৌজদারী মিস কেসের নথি বিজ্ঞ আমলী আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থাকরতঃ বর্ণিত দরখাস্তকারী-আসামীর জামিনের ব্যবস্থা করা, শর্ট হ্যান্ড না জানার তথ্য গোপন করিয়া চাকুরীতে আবেদন ও যোগদান করা এবং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা অর্থাৎ ঘুষ গ্রহণকারী, ফৌজদারী অপরাধ সংঘটনকারী ও বিভাগীয় (departmental) আইন অমান্যকারী এমন একজন কর্মচারীকে চাকুরীতে বহাল রাখা কোনভাবেই বিচার বিভাগের জন্য নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ তাহার চাকুরীর অবসান না ঘটাইলে তিনি ভবিষ্যতে আরো অধিক গুরুতর ফৌজদারীসহ অন্যান্য অপরাধ সংঘটন করিবেন যাহাতে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি ও বিচার প্রার্থী জনগণের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইবে। ফলে যেহেতু এই আদালতের স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব সুবিনয় সীমান্তের কার্য সম্পাদন ও আচরণ অসন্তোষজনক, তিনি একজন অদক্ষ কর্মচারী ও তাহার দক্ষতা উন্নয়নের কোন সম্ভাবণা দৃষ্ট হয় না, তিনি অত্যন্ত গুরুতর প্রকৃতির ফৌজদারী অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, শর্টহ্যান্ড না জানার তথ্য গোপন করিয়া চাকুরীতে আবেদন ও যোগদান করিয়াছেন এবং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকিয়া বিভাগীয় আইন লংঘন করিয়াছেন সেইহেতু ১৯৮৯ সনের "জেলা জজ ও অধস্তন আদালতসমূহ এবং বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতসমূহ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালার ৮ বিধির (২)(ক) উপ-বিধি ও তাহার নিয়োগ পত্রের ১(খ) নং দফার শর্তানুসারে অদ্য ২০/০১/২০২৫ ইং তারিখে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটান হইল।

তিনি বিগত ১৯/০১/২০২৫ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের চাকুরীর জন্য আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন।

এই আদেশ অদ্য হইতে কার্যকর হইবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হউক।

স্বাক্ষরিত/-

(গোলক চন্দ্র বিশ্বাস),
সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ,
সার্ভিস আইডি- ১৯৯৪১১৩০২২,
রাজশাহী।

স্মারক নংঃ ২৪(১১)/২৫-জি,

তারিখঃ ০৬ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২০ জানুয়ারী, ২০২৫ খ্রি.

আদেশের অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সরবরাহ করা হউক (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) :

১) মাননীয় সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা,
২) জনাব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বেঞ্চ সহকারী,
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, রাজশাহী,
৩) জনাব সুবিনয় সীমান্ত, সাবেক স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর,
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, রাজশাহী,
স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ কাশিপুর বাজার, ধর্মপুর, ডাকঘরঃ গঙ্গারহাট, থানাঃ ফুলবাড়ি, জেলাঃ কুড়িগ্রাম,
৪) জনাব মোঃ শাহ আলম, দায়রা সহকারী,
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, রাজশাহী,
৫) অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ২/৩ ও ৪,
৬) যুগ্ম জেলা জজ, ১/২ ও অতিরিক্ত আদালত,
৭) ভারপ্রাপ্ত জজ, নেজারত/হিসাব বিভাগ/নকলখানা ও রেকর্ডরুম,
৮) বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রাজশাহী,
৯) সহকারী/ সিনিয়র সহকারী জজ, রাজশাহী সদর, গোদাগাড়ী, পবা, পুঠিয়া, দূর্গাপুর, মোহনপুর, বাগমারা, তানোর, বাঘা, চারঘাট ও অতিরিক্ত আদালত,
১০) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজপাড়া থানা এবং
১১) অফিস কপি।

আদেশক্রমে-

২০/১/২৫

(মোঃ ফজলে রাব্বী),
প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
জেলা ও দায়রা জজ আদালত,
রাজশাহী।